সংবাদ

007

তারিখ ... 25/3/85 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 1 ...

বয়স্ক শিক্ষা ও প্রসঙ্গ কথা

বিশ্বের ৮৫ কোটি লোক এখনো শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। বয়স্ক শিক্ষা সংক্রান্ত চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই তথ্যের উল্লেখ করে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক নিয়মিত ও বয়স্ক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয়ের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। বাংলাদেশের মত শিক্ষায় পশ্চাৎপদ একটি দেশের জন্যে বিষয়টি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সরকারী হিসেব অনুযায়ী এ দেশে শতকরা ৭৪ ভাগ লোক এপর্যন্ত নিরক্ষর। দারিদ্র্য ও অশিক্ষার ব্যাপকতা মিলে দেশের উন্নয়নকে করছে দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত। দেশের প্রতিটি লোক যাতে উন্নয়নের কাজে যথার্থ অবদান রাখতে পারে সে জন্যে চাই শিক্ষার আলো। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, শিক্ষা বিস্তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখতে পারে। এ জন্য প্রতিটি উন্নয়নকামী দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতে হয়। তবে যে বিরাট বয়স্ক জনগোষ্ঠী এখনো শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে তাদেরকেও একটা পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ এই সাথে থাকা চাই। পেশাগত উৎকর্ষ এবং উৎপাদনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের যোগ্যতা বৃদ্ধিতে বয়স্ক শিক্ষা ব্যাপকভাবে সহায়তা করে থাকে। সেই বাস্তব লক্ষ্য নিয়েই বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচী প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। এ শিক্ষা তখনই সার্থক ও সফল হয়ে উঠবে যখন তা একটি মানুষের ব্যবহারিক জীবনে সত্যিকার কাজে আসবে। আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষার যে উদ্যোগ এর আগে নেয়া হয়েছে তার অভিজ্ঞতা মোটেই ভাল নয়। বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছে, উদ্যমও ব্যয় হয়েছে প্রচুর; কিন্তু উদ্দেশ্য সামান্যই সফল হয়েছে। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ত্রুটি ও অব্যবস্থার কারণে তা ব্যর্থ হয়েছে। বাস্তবতা-বিবর্জিত প্রচার-সর্বস্ব কর্মসূচী এ ব্যর্থতার জন্যে ছিল অনেকখানি দায়ী।

সাড়ে চারশ' কোটি টাকা ব্যয়ে এখন আবার ৫ বছর মেয়াদী গণশিক্ষার নতুন কর্মসূচী নেয়া হচ্ছে বলে সেদিন প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্য রয়েছে। এ লক্ষ্যে সুষ্ঠু কর্মসূচী প্রণয়নে অতীতের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে কাজ দেবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থ বরাদ্দ বা কর্মসূচীভিত্তিক কোন উদ্যোগ নেয়াই এক্ষেত্রে যথেষ্ট হতে পারে না। এ কর্মসূচী কতটা বাস্তবভিত্তিক হচ্ছে সেটাও এই সাথে যাচাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে। একজন মানুষের শেখার কারণ হলো সে কিছু করতে চায়। আপন দক্ষতা বৃদ্ধির এই পথে একবার চলতে শুরু করলে সে আরো শিখতে চায়।

বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মূল বিষয়টি স্মরণে রেখে কর্মসূচী প্রণীত হতে হবে। এই সাথে সে কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজন রয়েছে আন্তরিক উদ্যোগের। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা রয়েছে তা থেকে যথেষ্ট শেখার আছে। বয়স্ক শিক্ষার একটা বড় অভিজ্ঞতা রয়েছে ইন্দোনেশিয়াতে। ব্যাপক অভিযানের মধ্য দিয়ে সেখানে বিপুলসংখ্যক লোককে সাক্ষর করে তোলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন সে শিক্ষা তাদের সত্যিকারের কোন কাজে যেমন আসেনি তেমনি চর্চার অভাবে তাদেরকে আবার নিরক্ষর বনে যেতেও বেশী সময় লাগেনি। '৮০ সালে বয়স্ক শিক্ষার নামে এদেশে রীতিমত 'বিপ্লব' করা হয়েছিল; কিন্তু তার ফলটি কি দাঁড়িয়েছে?

নতুনভাবে বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচী প্রণয়নের আগে এর মূল্যায়ন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এই সাথে ইউনেস্কোর মহাপরিচালকের বক্তব্যও স্মরণযোগ্য।

বয়স্ক শিক্ষার উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্যে নিয়মিত শিক্ষার উদ্যোগে যেনো কোনভাবে ভাটা না দেখা দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। মূলতঃ প্রাথমিক শিক্ষার ওপর জোরটা বেশী থাকা চাই। কেননা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা না করা গেলে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী কোনদিনও শেষ হবে না। কাজেই প্রয়োজন রয়েছে নিয়মিত ও বয়স্ক—এ দু'টি দিকের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের। অথচ আমাদের দেশে এক্ষেত্রে উল্টো পরিস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। বয়স্ক শিক্ষার নামে দেশ জুড়ে যখন তুমুল সোরগোল চলছিল, তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দেখা গেছে ছাত্রের সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক কমে যেতে। অপরিকল্পিত উদ্যোগের এ পরিণতি স্বাভাবিক। দারিদ্র্য ও অসচেতনতা প্রাথমিক শিক্ষার পথে এমনিতেই বিরাট বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগই বছর ঘুরে না আসতে স্কুল ছেড়ে দিতে থাকে। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত তার খুব কমই অবশিষ্ট থাকে। এদিকটায় খেয়াল বেশী রাখা দরকার। বস্তুতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের মত দরিদ্র দেশে অগ্রগতির জন্যে এক সমন্বিত ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে, যার ভিত্তিতে নিয়মিত ও বয়স্ক শিক্ষার দু'টো দিকই যথাযথ গুরুত্বের ভিত্তিতে হবে বিকশিত।